প্রেস এপিলেট বোর্ড

পিএবি আপীল নং-১/২০১৫

জনাব মোঃ শামছুল আলম **আপীলকারী**
পিতা ঃ মৃত সিরাজউদ্দিন আহমেদ
সদর রোড, আমতলী,
ডাকঘর ঃ জয়পুরহাট,
থানা ঃ সদর,
জেলা ঃ জয়পুরহাট।

বনাম

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, **প্রতিপক্ষ**
জয়পুরহাট।

প্রেস এপিলেট বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

আপীলকারী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষে ঃ বেগম সাবিহা সুলতানা, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়পুরহাট।
শুনানীর তারিখ ঃ ২৮/১০/২০১৫ইং ও ৩০/১১/২০১৫ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ৩০/১২/২০১৫ইং

রায়

আপীলকারীর বক্তব্য ঃ

অত্র আপীল দরখাস্তে আপীলেন্ট পক্ষে নিবেদন এই যে, জয়পুরহাট জেলা হইতে দৈনিক পত্রিকা 'সীমান্তের আওয়াজ' প্রকাশের জন্য বিগত ০৬/০২/২০১৪ইং তারিখ একখানা দরখাস্ত জয়পুরহাট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর অফিসে জমা প্রদান করেন। দরখাস্তখানা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক সুষ্ঠভাবে তদন্ত সম্পন্ন হয়। সেই মোতাবেক বিগত ২১/১০/২০১৪ইং তারিখ স্মারক নং-১৫.৫৭.০০০.০০৫.০৮.০১০.১৪ (পার্ট-১)৬৬১১ মূলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (নিবন্ধন শাখা) হতে দৈনিক "সীমান্তের আওয়াজ" নামে পত্রিকাটি নিবন্ধিত হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হইতে নিবন্ধন পত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কার্যালয়ে বিগত ২২/১০/২০১৪ইং তারিখ পৌছায়। অতঃপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঘোষনা পত্র তৈরি করিতে বলা হয়। সেই মোতাবেক প্রকাশক দৈনিক "সীমান্তের আওয়াজ" পত্রিকায় ঘোষনা পত্র স্মারক নং-০৫.৪৩.৩৮০০.০২৬.১১৬.১৩ বিগত ২২/১১/২০১৪ইং তারিখ ২০০/- টাকা মূল্যমানের দুইখানা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে (মূল ও ডুপ্লিকেট) তৈরি করে প্রমাণীকরণের জন্য জে. এম (পত্রিকা শাখা) শাখায় জমা প্রদান করা হয়। বিগত ২২/১১/২০১৪ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি ঘোষনা পত্রটি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণীকরণ করেন নাই। বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগাদা প্রদান করলে দিব দিচ্ছি বলে কালক্ষেপন করছেন। ইহাতে প্রকাশক হয়রানি ও পেরেশানির স্বীকার হচ্ছে।

চলমান পাতা ০২

অত্র আপীল দরখাস্ত গ্রহণ করতঃ সূত্রে উল্লেখিত নথি তলবপূর্বক নিম্নলিখিত হেতুবাদ বিবেচনা করতঃ অত্র আপীল দরখাস্ত মঞ্জুর করতে আবেদন করেন।

হেতুবাদ

"১। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

২। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

৩। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিকসূলভ মনোভাব পোষণ করেন নাই।

৪। আপীলেন্ট যথাযথভাবে নিয়ম-কানুন মানিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি কর্তৃক সুষ্ঠভাবে তদন্ত সম্পন্ন হয়।

৫। আপীলেন্ট আদালতযোগে দৈনিক সীমান্তের আওয়াজের ঘোষনাপত্র প্রমাণীকরণের হকদার হইতেছেন বটে।

৬। আইন ও ইকুইটিমূলে আর যে যে প্রতিকার পাইতে হকদার আপীলেন্ট তাহাও পায়।"

রেসপন্ডেন্ট/প্রতিপক্ষের জবাব ঃ

রেসপনডেন্টের পক্ষে নিবেদন এই যে, আপীল্যান্ট মোঃ সামছুল আলম নামে ইতোপূর্বে বিগত ২৮/০৯/২০০৬খ্রিঃ তারিখে 'সাপ্তাহিক জয়পুরকণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ঘোষনাপত্র প্রমাণীকরণ করা হয়। কিন্তু আপীল্যান্ট উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশনা নিয়মিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি দৈনিক পত্রিকা পরিচালনার ও প্রকাশনার বিষয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লোকবল এবং আর্থিক সংগতি দেখা যায় না।

আপীল্যান্ট পারিবারিকভাবে বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার অনুসারী মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। তাঁর আবেদিত পত্রিকা সমাজের প্রগতি, রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং মূল্যবোধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে বিভিন্ন তথ্য মাধ্যমে জানা গেছে। এমতাবস্থায়, আপীল্যান্টের প্রকাশিতব্য পত্রিকা রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থের পরিপন্থী হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তথাপি আপীল্যান্ট আইনজীবী হিসেবে তাঁর নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা এককভাবে সম্পাদনা ও প্রকাশনা ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করার সময় ও সুযোগ অত্যন্ত সীমিত বটে।

আপীল্যান্ট কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রমাণীকরণ প্রাপ্ত 'সাপ্তাহিক জয়পুরকণ্ঠ' নিয়মিত প্রকাশিত না হওয়ায় ইতোপূর্বে তাঁকে 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষনাপত্র প্রমাণীকরণ বন্ধ রাখাসহ 'সাপ্তাহিক জয়পুরকণ্ঠ' পত্রিকাটির ডিক্লারেশন কেন বাতিল করা হবেনা এ মর্মে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য তাকে পত্র নং-০৫.৪৩.৩৮০০.০২৬.০৯.০০১.১৫-২১৭ তারিখ ২৩/০২/২০১৫খ্রিঃ মাধ্যমে জানানো হয়। কিন্তু তিনি তার কোন জবাব দাখিল করেননি এবং 'সাপ্তাহিক জয়পুরকণ্ঠ' পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বিপরীতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি বিরূপ এবং অশোভন মন্তব্য করে আসছে।

এমতাবস্থায়, আপীল্যান্ট অনুকূলে 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকা প্রমাণীকরণ করা সমীচীন নয় বিধায় বিধিসম্মতভাবে ঘোষনাপত্র প্রমাণীকরণ করা হয়নি।

আপীল্যান্টের আপীল আবেদনে বর্ণিত বিবরণ যথাযথ অবস্থার পরিচায়ক নয়।

এমতাবস্থায়, রেসপনডেন্ট পক্ষে অত্র জবাব গ্রহণপূর্বক আপীল না মঞ্জুর করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।

চলমান পাতা ০৩

বিগত /২৮১১/২০১৫ং তারিখে আপীলখানা আংশিক শ্রবণের পর আপীল্যান্ট অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিলের জন্য শুনানী মূলতবী করার আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩০/১১/২০১৫ইং তারিখ ধার্য্য করে আপীলের শুনানী মূলতবী করা হয়।

অদ্য ৩০/১১/২০১৫ইং তারিখে আপীলের শুনানী গ্রহণ করা হয়। আপীল্যান্ট একজন আইনজীবী। তিনি আদালতের অনুমতিক্রমে শুনানী শুরু করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আপীল মেমোর সাথে দাখিলকৃত অতিরিক্ত কাগজ পত্র উপস্থাপন করেন এবং পড়ে শুনান।

তিনি আপীলের দরখাস্তখানার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, দৈনিক 'সীমান্ত আওয়াজ' পত্রিকাটি ২১/১০/২০১৪ইং তারিখে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (নিবন্ধন শাখা) নিবন্ধন করা হয় এর অনুলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে বিগত ২৬/১০/২০১৪ তারিখে পৌঁছায় এবং পরবর্তী কার্যাদি গ্রহণ পূর্বক ঘোষণা পত্র তৈরী করতে বলা হয়। কিন্তু তারপর বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে 'ঘোষণা'টি প্রমাণীকরণ করতে অনুরোধ জানালেও অজ্ঞাত কারণে 'ঘোষণা' প্রমাণীকরণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলটি দায়ের করে।

এ পর্যায়ে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিষ্পত্তির সময় সীমার মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ না করে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইনের ১২(৪) ধারা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করেছেন। কেবল আইন ভংগের কারণেই এপিলেট বোর্ড জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে 'ঘোষণা' প্রমাণীকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান দানের সুস্পষ্ট এখতিয়ার রয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী ফিরিস্তিযোগে দাখিলকৃত কাগজ পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে, জয়পুরহাট শহরে ০৫ কাঠা জমির উপরে তাঁর বাড়ী রয়েছে এবং পৌরসভায় ৮৯ শতক সম্পত্তি আছে মর্মে পর্চার মূল কপির ফটোকপি দাখিল করেছে। এছাড়াও তাঁর বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে যা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নিকট লাগিয়ত করে ভাড়া পাচ্ছেন। তিনি যমুনা ব্যাংক এর একটি Statement of Account এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলেন যে, জেলা শহরে পত্রিকা প্রকাশ এর ক্ষেত্রে তাঁর কোন আর্থিক অসুবিধা হবেনা। তিনি বলেন যে, তিনি জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ) এর রাজনীতির সাথে জড়িত এবং জয়পুরহাট শাখার সহ সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জয়পুরহাট এর সভাপতি এই মর্মে একটি প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করেছেন। তদোপরি জনাব সামছুল আলম দুদু, সংসদ সদস্য জয়পুরহাট-১ একটি প্রত্যায়নপত্র দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, আপীল্যান্ট একজন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এর সভাপতি এবং বর্তমানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ঘোষণা পত্র প্রমাণীকরণের জন্য ১০/১২/২০১৪ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, তাঁর পরিবার সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত এবং উনার মেয়ের জয়পুরহাট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় দিবা শিফটের ৯ম/ক শ্রেনীর ছাত্রী এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৩ইং তে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 'চ্যাম্পিয়ন' হয়েছে। তার মেয়ে হুমায়রা তাসনিম 'ভরত নট্যম' নৃত্য প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, যার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জয়পুরহাট শাখার সভাপতি, জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট ১২/০১/২০০৫ইং তারিখে সনদপত্র প্রদান করেছে।

জয়পুরহাট জেলার পিপি সাহেবকে পত্রিকা প্রকাশনার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আপীল্যান্ট এর ক্ষেত্রে বৈষম্য করার কোন সুযোগ নেই।

তিনি তাঁর দাখিলকৃত ভিন্ন মাত্রায় সাপ্তাহিক, 'জয়পুরকণ্ঠ' এর সংখ্যা ৪৬ (৬-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫), আগষ্ট সংখ্যা ৩৭ (৫-১৬ জুলাই ২০১৫), সংখ্যা ৩৪ (৭-১৩ জুন ২০১৫), সংখ্যা ২৯ (১০-১৬ মে ২০১৫), সংখ্যা ২৬ (১৯-২৫ এপ্রিল ২০১৫), সংখ্যা ২২ (২২-২৮ মার্চ, ২০১৫) সংখ্যা ১৭ (১৫-২১ফেব্রুয়ারী ২০১৫) এবং সংখ্যা ১৮ (২২-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, তিনি প্রতিটি সংখ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খবর গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করেছেন। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রাধন্য দিয়েও খবর পরিবেশন করেছেন। ব্যক্তিগত এবং দলগত আদর্শের প্রেক্ষিতে তিনি জঙ্গিবাদের উত্থানের ঘোর বিরোধী এবং এ আদর্শ পত্রিকায় প্রতিফলনের সদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, মাদক বিরোধী খবরও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে থাকেন।

চলমান পাতা ০৪

তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর জবাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, জবাবখানা সম্পূর্ণ মনগড়া এবং এর কোন দালিলিক ভিত্তি নেই। জবাবের দ্বিতীয় দফার বক্তব্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সাপ্তাহিক 'জয়পুরকণ্ঠ' নিয়মিত প্রকাশ না করার কথা সত্য নয় এবং তিনি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং যথারীতি রেসপনডেন্ট এর দপ্তরে জমা করে থাকেন। পরিশেষে, আপীলটি মঞ্জুর করে ১৯৭৩ সনের আইনের বিধান মতে দৈনিক 'সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকাটি প্রমাণীকরণের জন্য জয়পুরহাট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দানের আবেদন করেন।

অপরদিকে রেসপনডেন্ট এর প্রতিনিধি বেগম সাবিহা সুলতানা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আপীল্যান্ট এর বক্তব্যের বিরোধীতা করে নিবেদন করেন যে, রেসপনডেন্ট এর জবাবে আপীল্যান্ট এর কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, বর্তমানে আপীল্যান্ট তার সাপ্তাহিক 'জয়পুরকণ্ঠ' পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করছেন না এবং এর কপি নিয়মিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর দপ্তরে জমা দিচ্ছে না। কেবল এই কারণে তার সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বন্ধ করা প্রয়োজন। সাপ্তাহিক পত্রিকাটির ডিক্লারেশন কেন বাতিল করা হবেনা এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য ২৩/২/২০১৫ইং তারিখে চিঠির মাধ্যমে জবাব দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর কোন জবাব দাখিল করেননি। তিনি একজন আইনজীবী কিন্তু তারপরও তিনি আইন মেনে চলছেন না। যিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকা কিভাবে চালাবেন তা বোধগম্য নয়।

প্রস্তাবিত দৈনিক পত্রিকার প্রমাণীকরণের দরখাস্ত পাওয়ার পর রেসপনডেন্ট যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তদন্ত করেছেন এবং তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে এবং বিধি বিধান মেনে এই উপসংহারে পৌছেছে যে, আপীল্যান্ট তার সাপ্তাহিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করতে পারছেনা এবং সামগ্রিক বিবেচনায় আপীল্যান্ট এর অনুকূলে 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকার প্রমাণীকরণ করা সমীচীন নয় বিধায় বিধিসম্মত ভাবে ঘোষণা পত্র প্রমাণীকরণ করা হয়নি। পরিশেষে রেসপনডেন্ট এর প্রতিনিধি আপীলটি না মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা এবং দাখিলকৃত নথীপত্র পর্যালোচনা করা হলো।

আপীল মেমোর সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উপ-পরিচালক (নিবন্ধন) ছাড়পত্রের একটি অনুলিপি ১৪/১০/২০১৪ইং তারিখে জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করেন। ঐ অনুলিপির উপরিভাগে কোণায় বাংলাদেশ জাসদ এর সভাপতি এবং বর্তমানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী 'সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকাটির প্রমাণীকরণের জন্য সুপারিশ করেছেন। যেমন **"বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করা হলো।"** পর্যালোচনা কালে আরও দেখা যায় জনাব সামছুল আলম দুদু, সংসদ সদস্য, জয়পুরহাট, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, **"তাহার জানা মতে আপীল্যান্ট সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সদস্য এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী"**। আপীল শুনানীকালে দাখিলকৃত কাগজপত্রে পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সভাপতি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, জয়পুরহাট জেলা শাখা একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, আপীল্যান্ট জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এর জয়পুরহাট জেলা শাখার সহ-সভাপতি হিসেবে সুনামের সহিত দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করে আসছে। তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সহিত সম্পৃক্ত। উপরে উল্লেখিত কাগজ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আপীল্যান্ট সমাজ প্রগতি, রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং মূল্যবোধের বিপক্ষে অবস্থান করবেন বলে প্রতিয়মান হয় না। জবাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে

> *" আপীল্যান্ট পারিবারিকভাবে বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার অনুসারী মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। তাঁর আবেদিত পত্রিকা সমাজের প্রগতি, রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং মূল্যবোধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে বিভিন্ন তথ্য মাধ্যমে জানা গেছে। এমতাবস্থায়, আপীল্যান্টের প্রকাশিতব্য পত্রিকা রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থের পরিপন্থী হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"*

কাজেই, উপরোক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও সঠিক বলে মনে হয় না এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে বলেও বিশ্বাস করার কোন সুযোগ নেই।

দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা কালে আরও দেখা যায় যে, আপীল্যান্ট এর কন্যা হুমায়রা তাসনিম দিবা শিফটের ৯ম/ক শ্রেণীর ছাত্রী। সে বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 'গ' গ্রুপে অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ৫/১০/২০১৩ইং তারিখে তাকে প্রধান শিক্ষিকা 'সনদপত্র' প্রদান করেছে।

হুমায়রা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জয়পুরহাট জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতা ২০১৫ এতে **'ভরত নাট্যম'** 'খ' বিভাগে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং জেলা প্রশাসক তার স্বাক্ষরিত 'সনদপত্র' প্রদান করেছেন। তাই, আপীল্যান্টকে পশ্চাৎপদ চিন্তা অনুসারী কোন অবস্থাতেই বলা যায়না যা কাগজপত্র দিয়ে আপীল্যান্ট প্রমাণ করেছেন।

চলমান পাতা ০৫

জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন সিকদার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অবলোকন করে দেখা যায় যে, আপীল্যান্ট বিগত ১৯৯৫সালের ১৫ জানুয়ারী থেকে এখন পর্যন্ত দৈনিক 'সবুজ বিপ্লব' এর স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত থেকে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। আর Statement of Account থেকে দেখা যায় যে, আপীল্যান্ট একজন আর্থিকভাবে সচ্চল ব্যক্তি।

আপীল্যান্ট অত্যন্ত জোরালো ভাবে নিবেদন করেন যে, জয়পুরহাট আদালতের বিজ্ঞ পিপিকে পত্রিকা প্রকাশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে যে বক্তব্য জবাবে দিয়েছেন তার কোন ভিত্তি নেই।

দাখিলকৃত পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আপীল্যান্ট প্রতি সংখ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খবর ব্যানার হেডিং প্রচার করেছেন এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলিও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছেন।

রেসপনডেন্ট এর পক্ষে বেগম সাবিহা সুলতানার বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি জবাবের বক্তব্য সমর্থন করে বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু জবাবের বক্তব্যের সমর্থনে কোনরূপ কাগজপত্র দাখিল করেনি। জবাবের ভাষ্য মতে তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়, কিন্তু তদন্ত কখন করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাৎ করেছেন তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, কেননা জবাবখানা লিখা হয়ে থাকে তদন্ত প্রতিবেদনের উভয় নির্ভর করে। তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব হচ্ছে সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু করা হয়েছে বলে বিচারিক কমিটি মনে করে না। জবাবে আপীল্যান্ট সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করা হয়েছে এতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে এই কমিটি মনে করে। কারো সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার পূর্বে এর সত্যাসত্য যাচাই করা বাঞ্চনীয়। কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর বক্তব্যে কোন সারবক্ত নেই। কাজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পত্রিকা প্রকাশের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঘোষণাপত্র তৈরী করতে বলা হয় সেই মোতাবেক আপীল্যান্ট 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকার ঘোষণা পত্র পাওয়ার জন্য বিগত ২২/১১/২০১৪ইং তারিখ ২০০/- টাকা মূল্যমানের দুইখানা জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প তৈরী করে প্রমাণীকরণের জন্য জে. এম. (পত্রিকা শাখা) শাখায় জমা প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি বলে পরিলক্ষিত হয় তবে আপীল্যান্ট এর পত্রিকা প্রকাশের যোগ্যতা আছে বলে প্রতিয়মান হয়। তাই, আপীল্যান্ট 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' নামক পত্রিকাটি ছাপা ও প্রকাশনার জন্য ঘোষণাপত্র পেতে আইনতঃ অধিকারী।

অতএব, এ আপীলটি মঞ্জুর করা হলো।

রেসপনডেন্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জয়পুরহাট কে নির্দেশ দেয়া গেল যে, এ রায়ের অনুলিপি পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তিনি দরখাস্তকারী আপীল্যান্ট জনাব মোঃ শামছুল আলম এর দাখিলী 'দৈনিক সীমান্তের আওয়াজ' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা প্রমাণীকরণ/সত্যায়ন করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আমি একমত,

(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান